

ইবিতে উপাচার্য নিয়োগে গড়িমসি শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন বোনাস বন্ধ

অখিল পোদ্দার, ইবি থেকে ৥ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া ৮০১ জন শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন বোনাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ৪৫৭ জন কর্মচারীর মানবেতর দিনযাপন ছাড়াও দুই শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা অসহায় হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের দায়িত্বহীনতা নিয়ে গুরু হয়েছে বিরূপ সমালোচনা। সরকারদলীয় অনেক শিক্ষকই বর্তমান শিক্ষা প্রশাসনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ভিসি অপসারণ নাটকের কঠোর সমালোচনা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ বছরের আগস্ট মাসে বেতন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ ছিল ১ কোটি ৮ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে ১ কোটি ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে বেতনাদি বাবদ। এ বেতনাদির পিছনে উপাচার্যের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮০ সালের এ্যাক্টের ১০(২) ধারা অনুযায়ী, ভাইস চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কাউকে উপাচার্যের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তারা রেজিস্ট্রার কিংবা হিসাব পরিদর্শকের নিকট এই ক্ষমতা অর্পণের দাবি জানিয়েছেন। ভিসির অনুপস্থিতিতে

ট্রেজারার তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে ট্রেজারার পদটি শূন্য রয়েছে। জিয়াউর রহমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেও খালেদা জিয়া সরকারের সময় ১৯৯৫ সালের ২১ এপ্রিল তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর আবদুল হামিদকে অপসারণের পর উপাচার্য নিয়োগ যথাসময়ে না হওয়ায় শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদল প্রফেসর হামিদের বিরুদ্ধে জামায়াতী মনোভাব ও অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ এনে ওই সময়ে আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁকে অপসারণ করে। একই রূপরেখায় বর্তমান সময়েও উপাচার্য পদত্যাগ করায় এবং নয়া উপাচার্য নিয়োগে খামেলা সৃষ্টি করায় বিএনপি সরকার সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু করেছে। শিক্ষা সচিবকে বিষয়টি কর্মকর্তা পরিষদ জানালে তিনিও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। বেতন বন্ধ থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঈদের কেনাকাটা অনিচ্ছিত হয়ে পড়েছে। রোজার মাসে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়তে থাকায় ৪৫৭ জন কর্মচারীর করণ জীবন শুরু হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে উপাচার্য নিয়োগ না হলে এখানকার কর্মকর্তা কর্মচারীরা অনশন শুরু করবে বলে জানিয়েছে।